R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 ( P. ), 267228 ( Resi. )/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
**ইউনাইটেড ব্রীক্স**
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার ( সুপার পেট্রল ) পেট্রল, টারবোজেট ( সুপার ডিজেল ) ও ডিজেল-এর জন্য
**অমর সার্ভিস ষ্টেশন**
( Club H. P. Pump )
ওসমানপুর, ফোন 264694

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত )
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৭ই অক্টোবর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

## সুষ্ঠু গণবণ্টনে নেতা ও ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা চাইলেন খাদ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেকটর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে গত ১২ অক্টোবর এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা, এম, আর, ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং ফুড সাপ্লায়ের আমলাদের নিয়ে আলোচনায় বসেন রাজ্য খাদ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেকটর অসীম কর্মকার। নেতারা আলোচনায় ডিলারদের ব্যাপক চুরি, যথাযথ মাল না দেয়ার অভিযোগ যেমন তোলেন তেমনি ফুড ইন্সপেক্টরদের দুর্নীতি ও রহস্যজনক নীরবতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দুলাল দত্ত ও স্বপন পাল তাদের ত্রুটি স্বীকার করে নিলেও সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের কথা সভায় জানান। মান্ধাতা আমলের কমিশন, অখাদ্য বা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জোর করে গছিয়ে দেয়া, সরবরাহ করা মালে ১০% সর্টেজ দেয়া নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলার জানান—মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য চাল-গম এলে তারা যেন না নেন। বিপিএল প্রাপকদের নামের ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সামনে রেখে জঙ্গিপুর পুরসভায় গঠনমূলক কাজের জোয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভায় এ বছরের কর্মসূচী বাজেটে ২৫% অর্থ গরীব মানুষদের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয় করা হবে। সুসংহত বস্তি উন্নয়ন ও গৃহ নির্মাণে ছয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে ৩৪৪টি গৃহ নির্মাণে, প্রতিটি গৃহের জন্য মোট ৮০ হাজার টাকার মধ্যে ১৬ হাজার টাকা গৃহকর্তাকে বহন করতে হবে। বাকী ৬৪ হাজার অনুদান। যে সব এলাকায় এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে পাইপ লাইন বসানোর কাজে ১১০-২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। শহর ও আশপাশ এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতিতে খরচ করা হবে ৭২-৩২ লক্ষ টাকা। পুর এলাকায় রাস্তা তৈরীতে ব্যয় হবে ১৪৪-৪০ কোটি টাকা। শহরকে দৃষ্টিনন্দন করতে প্রায় রাস্তার পোলে ভেপার ল্যাম্প চালুর ব্যবস্থা হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২-০৮ লক্ষ টাকা। কমিউনিটি সেবাকেন্দ্রের জন্য ৩০-৯৮ লক্ষ, কমিউনিটি টয়লেটের জন্য ২১-৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## অপহৃত কর্মীদের উদ্ধারে উৎপাদন ব্যাহতের হুমকি

অসিত রায় ঃ ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুই কর্মী দিব্যজ্যোতি আচার্য্য এবং সুব্রত দাম ৬ অক্টোবর লালমাটিয়া থানার লোহান্ডি গ্রাম থেকে ফরাক্কায় ফেরার পথে অপহৃত হন। তাদের গাড়ী চালকও নিখোঁজ। অপহৃতদের উদ্ধার এবং নিরাপত্তার দাবীতে বিক্ষোভে সামিল হয় সিটু, আই এন টি ইউ সি, এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং সুপারভাইজার এ্যাসোসিয়েশন এন টি পি সি-র ৪টি কর্মী ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## রেশন ডিলারের বাড়ীতে চড়াও হামলাকারীদের হঠাতে বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির ফুলশহরী গ্রামের রেশন ডিলার আবদুর শুকুরের বাড়ীতে গত ১৫ অক্টোবর একদল গ্রামবাসী চড়াও হয়। বন্যার সময় সরকারী অনুদানের মালপত্র না দেয়ার অভিযোগ আনে হামলাকারীরা ডিলারের বিরুদ্ধে। শুকুরের আত্মীয়রা হামলাকারীদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে ওরা পালিয়ে যায়। বোমায় তিনজন আহত হয়। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ( মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে )
পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ ) ফোন ঃ ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৪১৪ সাল।

## ॥ "..... পাহি বিশ্বম্" ॥

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। আজ মহাষষ্ঠী। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। মহালয়ায় বেতার অনুষ্ঠান 'মহিষাসুর-মর্দিনী' সকলের মনে পূজা-পূজা ভাব আনিয়া দেয়। 'জাগো দুর্গা, দশপ্রহরণ-ধারিনি.....', 'মাতলো রে ভুবন.....' প্রভৃতি গানগুলি মনের পরতে পরতে দাগ কাটিয়া এক খুশির পরিবেশের সৃষ্টি করে। মানুষ সম্বৎসরের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া একটু আনন্দ পাইবার ব্যবস্থায় মাতিয়া যায়। অবস্থা নির্বিশেষে কয়েকটি দিন সকলে একটু ভাল খাওয়া, নববস্ত্র পরিধান করা, পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হইয়া পড়েন। যাঁহারা লক্ষ্মীবন্ত, তাঁহারা পূজার অবকাশে পর্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছেন। প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রিয়পরিজনদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছেন; তদীয় সন্তানেরা পিতৃমিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবু যেন এই মহাপূজা ও মহোৎসব আজ অনেকের নিকট এক ভীতির তথা আনন্দের অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইতেছে। পূজায় ভ্রমণ বিষয়েই ইহা পুরাপুরি যেন প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই আজ এইরূপ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গীহানায় তৎপর। পৃথিবীর সব দেশেই জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদীদের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায়, কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটিবে, বলা যায় না। সারা পৃথিবীব্যাপী এক অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। অপরদিকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের আহ্বান তাবৎ ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ সাড়া এখন পর্যন্ত না দিলেও, ভবিষ্যতে কী হইবে, বলা যায় না। পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে হয়ত আগাইতেছে।

তবে বিশ্বপরিস্থিতি যে অস্বস্তিময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যেই বাঙ্গালীর মহাপূজা—মাতৃআরাধনা—শক্তিভিক্ষা। দেবী বলিয়াছেন—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।/তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥" অশুভশক্তি শুভশক্তির সংঘাতে বিনষ্ট হউক, মানুষের প্রাণ নিরাপদ হউক, পূজা সকলকে আনন্দদান করুক—আমরা সকলের জন্য এই কামনা করি।

---

মহাপূজো উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ অক্টোবর '০৭ এর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশ বন্ধ থাকবে।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ

## প্রণব মুখার্জীর বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে মহাপূজা উপলক্ষে তাঁর নির্বাচন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক ১২৫টি এবং প্রতিটি পুর ওয়ার্ডে ১৯টি করে বস্ত্র দেয়া হয় ১১ ও ১২ অক্টোবর। গতবারও একইভাবে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। কংগ্রেস সূত্রে এই খবর জানা যায়।

## মহাশ্মশানের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ মহা-শ্মশানের বর্তমান পুরোহিত মঙ্গল ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে নানা অসামাজিক কাজের অভিযোগ উঠছে বেশ কিছুদিন ধরে। তার প্রেক্ষিতে পুরপাত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের হস্তক্ষেপে গত সপ্তাহে শ্মশান চত্বরে এক সভা হয়। সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ী অখিলবন্ধু বড়ালকে আহ্বায়ক করে কয়েকজনের একটা কমিটি তৈরী হয়। শ্মশানের নিয়ম ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব এই কমিটির ওপর থাকবে বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব )

### ব্রীজ থেকে যাত্রী ওঠানো বন্ধ হয়নি

সম্প্রতি এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও বা বাস ভস্মীভূত হলেও পুলিশের মধ্যে সে ধরনের কোন সচেতনতা আসেনি। বাড়তি পয়সা কামানোর ধান্দায় ব্রীজের মুখে বা মাঝ ব্রীজ বরাবর বাস-ট্রেকার থামিয়ে যাত্রী ওঠা নামা সমানে চলছে। এরফলে ব্রীজের ওপর স্বল্প পরিসর রাস্তায় দুটো যানবাহন পাশাপাশি চলা বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর তো সাইকেল বা মোটর সাইকেল আরোহীরা আছেই। নবাগত এস, ডি, পি, ও, এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিন।

মোঃ জাকির হোসেন
জঙ্গিপুর

## মায়ের সঙ্গে আড়ি

শরৎচন্দ্র পন্ডিত ( দাদাঠাকুর )

( ১ )

পাষাণের বেটী পাষাণী দুর্গা
আসিছে আবার বঙ্গে,
ছাড়াছাড়ি নাই এবার ঝগড়া
করিব মায়ের সঙ্গে।

( ২ )

মুখ চেয়ে আর বলিব না কথা
বলিব এবার স্পষ্ট—
তোর আগমনে সুখ পাবো কি মা,
বেড়ে উঠে আরো কষ্ট।

( ৩ )

যখন আমার বয়স ছিল মা—
পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষ,
প্রতিমা গড়িতে কারিগর এলে
হতো মনে কত হর্ষ।

( ৪ )

পাঠশালে যবে পড়িতাম আমি
তখনও হতো আনন্দ ;
বেশ মনে আছে, হইতাম খুসি
পাঠশালা হ'লে বন্ধ।

( ৫ )

সংসার-ভার যত দিন হ'তে
দিয়েছো আমার স্কন্ধে
আনন্দময়ীর আগমনে আমি
ডুবে থাকি নিরানন্দে।

( ৬ )

বৃক্ষ আছে ফল ধরে না তাহাতে,
ভূমি আছে নাই শস্য,
এদিকে কিন্তু দিয়েছ আমারে
অনেকগুলিন পোষ্য।

( ৭ )

ধনীদের দেখে খাওয়া পরা চায়,
হ'তে চায় সবে সভ্য,
কাঙাল যে আমি কেমনে জুটাই
তাদের বিলাস দ্রব্য।

( ৮ )

কৈলাসেতে থাকো গায়ে ছাই মাখো,
পরনে বাঘের চর্ম,
আসিয়া মাতাও বিলাসের ঢেউ
বুঝিনা ইহার মর্ম।

( ৯ )

তুই মা দুর্গা ধনীর জননী
বৃথা তোর সনে তর্ক
কাঙালের আর উচিত নয় মা,
তোর সনে সম্পর্ক।

( ১০ )

মা, মা বলিয়া ডাকিব না আর,
আড়ি দিনু তোর সঙ্গে,
বলিব—দেহান্তে দুখান্ত করো মা
পতিতপাবনী গঙ্গে।

# আগমনী

শীলভদ্র সান্যাল

দেবী : প্রণমি চরণে প্রভু! এবার বিদায়
দেহো মোরে। স্কন্ধ ’পরে রয়েছে যে দায়
পূজা লভিবার তরে যাব বঙ্গভুমে
প্যান্ডেল জুড়ে সব আবাহন ধুমে
আমার প্রতীক্ষা করে। কাল যায় বহে।

শিব : দেবী, বঙ্গভুমি তব পিত্রালয় নহে
তোমার পাষাণ বাপ ওই হিমালয়
চিরদিন জানি তব সেই পিত্রালয়!
শশ্রু মাতা মেনকার শ্রীচরণ সেবি
কাটাবে এ-কটা দিন, কেন যাবে দেবী
ঘোর ডামাডোলে ভরা ওই বঙ্গভুমে?

কার্ত্তিক : জানো বাবা, পুজার এ-পিক্ মরসুমে.
সাধের বঙ্গভুমি আদর্শ স্থল
কত আলো, রোশনাই, কত কোলাহল
প্যান্ডেল জুড়ে কত আশ্চর্য থিম
কান্ডখানি দেখে মাথা করে ঝিমঝিম
তন্বী যুবতী আসে, কত সেলিব্রিটি
চাবুক চেহারা সব, হাসে মিটিমিটি
তাদের কটাক্ষবাণে মাথা যায় ঘুরে
সেক্সি ফিগার দেখে এ পরাণ ঝুরে!
এ সব পাহাড়ে বাবা ব্যাডলি মিসিং
সেখানে রয়েছে শুধু সুবাস ঘিসিং
পাহাড়ি রাজত্বে একছত্র অধিপতি
ভাগ্যনিয়ন্তা।

গণেশ : তাতে কিছু নাই ক্ষতি
সে মোদের শত্রু নহে। শত্রু সে হিম
বরফ পড়িছে সেথা অশেষ অসীম
মাইনাস টোয়েন্টিতে উবে যায় হিয়া
যে কোনও সময় হতে পারে নিমুনিয়া
তাছাড়া মিটিং আছে সপ্তমীর প্রাতে
ভারত চেম্বার্স অব কমার্সের সাথে
সাংবাদিক সম্মেলন ইন্টারনেটে
এত বেশি ফলু কেন শেয়ার মার্কেটে?
কনফারেন্স হবে সেথা সময় ধরিয়া
আসবে গোয়েঙ্কা, টাটা, মেটা, ডালমিয়া।
অধুনা, বঙ্গে ইস্যু, প্রধান থ্রিলার
দুর্নীতি, আত্মহত্যা, রেশন ডিলার
এই সব নিয়ে সব আছে দুর্বিপাকে
চারদিন মহাপুজা গ্রহণের ফাঁকে
সাক্ষাতকার দিতে বড় ব্যস্ত রব
পাহাড়ে এ সব কথা কার সাথে কব?
দেহো পিতঃ, অনুমতি।

লক্ষ্মী : তোমার জামাই—
ওঁর বড় ইচ্ছা যেন বঙ্গভুমে যাই!
সেথা নাকি চলিতেছে মহাশিল্পায়ন
খুলে গেছে বিশ্বের লগ্নি-বাতায়ন
সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া
ছুটে আসে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়া
হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করে
কেমিক্যাল হাব হবে সেথা নয়া চরে
আরও কত কিছু হবে, কর্মসংস্থান
বেড়ে হবে বঙ্গভুমি স্বরগ সমান
পিতঃ, এই কর্মযজ্ঞ দেখিবারে সাধ
চক্ষু ভরে।

শিব : কিন্তু মনে গণি যে প্রমাদ
মা জননী, বঙ্গভুমে যে পুলিশরাজ
চলিতেছে, তাতে করি এই আন্দাজ
পথে ঘাটে না জানি কী হেনস্থা ঘটে
‘সাবধানের মার নেই’—জেন সত্য বটে।
ট্রাফিক পেরতে গিয়ে রাস্তায় ছুটনা
টেম্পো অটো বা বাসে কদাচ উঠনা
গলাধাক্কা দেয় দুষ্ট কন্ডাকটরে
স্টপেজেতে নামিবার দ্রুত অবসরে
প্যান্ডেলে ভিড় থেকে হুঁশিয়ার থেকো
পরিচয় পত্রখানি সদা কাছে রেখো
মোর সিগনেচার করা।

সরস্বতী : ভেবনাকো বাবা
আমরা ডাগর সব, নই বোকা-হাবা।
পথে যেতে ঘটে যদি কোনও দুর্ঘটন
তাহাতে যথেষ্ট মোর ধারাল বচন
বঙ্গভুমে নয়াযুগ নারী স্বাধীনতা
নারী নহে মৌনমুখো লজ্জা অবনতা!
পথে-ঘাটে যেতে সে যে ছাড়িয়াছে শাড়ি
সালোয়ার কামিজেতে নয়াবেশ নারী!
এই দেখ, আমিও যে পরিয়াছি তাই
হেভি লাগে।

দেবী : দুর কর্ ও সব বালাই
সেলিব্রিটি হতে গেলে চাই যে ইমেজ
যুগের হুজুগে দেখি বড় তোর তেজ!
মন্ডপে আছে তোর শাড়ি পরা পোজ
সেই মুর্তি সব জানে, পুজো করে রোজ!
ধিঙ্গিপনা বাড়ে তোর, যত হোস ধেড়ে
শীঘ্র শাড়ি পরে আয় জঞ্জাল ছেড়ে!
চিন্তা নাহি কোর নাথ, মায়ে ও পোলায়
এবার সবাই মিলে যাব যে দোলায়!
যাত্রাপথে তবু কোথা ঘটিলে কসুর
তাহার দাওয়াই দিতে আছে তো অসুর,
অ্যাংরি ম্যান।

অসুর : জয় চন্ডী! জয় দুর্গামাঈ!
পদতলে আছি মাগো! চিন্তা কিছু নাই!
আমি গব্বর সিং, আমি বীরাপ্পান!
কার সাধ্য আছে তব করে অসম্মান?
বলিউডি ভিলেন আমি, অমরীশ পুরী
প্রতিদিন তিরাশিটা খাই তন্দুরি!
ভোলে বাবা! মোর প্রতি রেখো বিশ্বাস
নক্সা কেউ করে যদি, ফেলে দেব লাশ!
লেকিন এক বাত আছে, ও মাই ডিয়ার!
খুশি হয়ে দিয়ো এক পাঁইট বিয়ার!

দেবী : অনুমতি দেহো নাথ! আর কী বা কব!
আশীর্বাদ কর মোরে।

শিব : আয়ুষ্মতী ভব!

### গঠনমূলক কাজের জোয়ার ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

করা হবে। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরীর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি। সেইভাবে জঙ্গিপুর মাঠপাড়া এলাকায় একটি আনুষ্ঠানিক গৃহ নির্মাণে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ৪৯টি প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে-মিলের প্রয়োজনে কিচেন-কাম-ষ্টোর এবং ধুঁয়াহীন চুল্লীর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া জঙ্গিপুর পুর ভবনের পুরোনো বিল্ডিং নতুনভাবে নির্মাণের কাজ চলছে। এক সাক্ষাতকারে পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান—পৌর আইন মতো পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সর্বস্তরে ওয়ার্ড কমিটি, পাড়া কমিটি, কমিউনিটি উন্নয়ন সমিতি গঠনও করা হয়েছে। নাগরিকদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পৌর পরিষেবা, উন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্প রচনায় নাগরিকদের মতামত গ্রহণে ২০টি ওয়ার্ডে দু'বার সভাও করা হয়েছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে পৌরসভার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলছে। এর সঙ্গে সব শ্রেণীর ব্যবসায়ী, সংগঠক, স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। তাতে আশাজনক সাড়াও পাওয়া গেছে। মৃগাঙ্কবাবু আরো জানান—সার্বজনীন শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি, বস্তি উন্নয়ন, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ, পানীয় জল পরিকাঠামোর সঠিক উন্নয়ন ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়—গত বছর উন্নয়নের দিক দিয়ে জঙ্গিপুর পুরসভা রাজ্যে ১—৬ এর মধ্যে ছিল। তার জন্য উৎসাহ অনুদান হিসাবে ১২,৫০,০০০ টাকা পুরসভা পায়। এ বছরও এই ধরনের একটা অনুদান পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন মৃগাঙ্কবাবু।

### ডেপুটি ডাইরেকটর ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

চূড়ান্ত তালিকা দোকানে টাঙাতে হবে, সপ্তাহে চারদিন মাল দিতে হবে। অন্যের কার্ড দোকানে রাখা চলবে না। প্রত্যেককে ক্যাশ মেমো দিতে হবে। পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরকে নিয়মিত সরজমিন তদন্ত করে দেখতে হবে প্রকৃত মাল কার্ডধারীরা পাচ্ছেন কিনা। বিজেপির চিত্ত মুখার্জী বলেন—'ঈদ বা দুর্গাপুজোর মুখে সাগরদীঘি এলাকায় কেন মাল তোলা হল না। আর এখনই বা মহকুমা শাসক ও ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার মাল তোলার জন্য চাপ দিচ্ছেন। এতে স্বাভাবিকভাবে ডিলারদের ওপর মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে না কি?' শেষে মহকুমা শাসক ও ডেপুটি ডাইরেকটর যাতে লুটপাট, মারধোর না হয়, ঈদ ও পুজোয় সকলে রেশন পান সেদিকে সতর্ক থাকতে নেতাদের অনুরোধ জানান। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকেও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে নিয়ে রেশন ডিলারঘটিত এক সভা হয়।

## রেশনে দুর্নীতি বন্ধে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রেশনের মালপত্র সুষ্ঠুভাবে বন্টনের দাবীতে কংগ্রেসের এক সংগঠন 'সামাজিক ন্যায় সুরক্ষা মঞ্চ'-র পক্ষ থেকে গত ১১ অক্টোবর জঙ্গিপুরের খাদ্য নিয়ামকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং আট দফা দাবীর ভিত্তিতে খাদ্য নিয়ামককে স্মারকলিপি দেয়া হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সমীর পন্ডিত, অরুণকুমার সরকার, রোশনি বিবি, সুদীপ রায় প্রমুখ। আগামী দিনে বিক্ষোভ কর্মসূচীর একাধিক কর্মসূচী ছাড়াও প্রয়োজনে ১ নভেম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের ডাক রয়েছে।

### উৎপাদন ব্যাহতের হুমকি ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সংগঠনের যৌথ মঞ্চের ১৬০০ কর্মী। শেষ খবরে জানা যায়—গত রবিবার ভোরে অপহৃত তিনজনকে গোড্ডার এক জঙ্গল থেকে মুক্তিপণ ছাড়াই উদ্ধার করা হয়েছে।


## বামফ্রন্টের গৌরবময়

# ৩০ বছর

## তথ্য প্রযুক্তিতে সাফল্য আমাদের আকাশ ছোঁয়া

তথ্য প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ আজ সাফল্যের শিখরে। দেশি বিদেশি বিভিন্ন অগ্রণী সংস্থা তথ্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিল্পে এ রাজ্যে বিনিয়োগ করছে। নিউ টাউনে ২০০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে সফ্‌টওয়ার টেকনোলজি পার্ক।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৭৫১(২১) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তারিখ ২৭/০৯/২০০৭



জঙ্গিপুর সংবাদ-এর শারদ সংকলন বার হলো।

দাম— ২০ টাকা

শারদীয় উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

# কল্পতরু

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ ( দোকান ) মোবাইল : ৯৪৩৩৬১০৪৬২


দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।